পরিচ্ছেদ ৫

ধ্বনি ও বর্ণ

ধানি ভাষার ক্ষুদ্রতম একক। বাংলা ভাষায় ৩৭টি মৌলিক ধানি রয়েছে। এই ধানিগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়: স্বরধানি ও ব্যঞ্জনধানি। মৌলিক স্বরধানি ৭টি: [ই], [এ], [আা], [আ], [আ], [ঙ], [ঙ]; এবং মৌলিক ব্যঞ্জনধানি ৩০টি: [প্], [ফ্], [ব্], [ভ্], [ত্], [থ্], [দ্], [ধ্], [ট্], [ড্], [ঢ্], [ঢ্], [চ্], [জ্], [ঝ্], [ক্], [খ্], [গ], [ঘ্], [ম্], [ন্], [ঙ্], [স্], [শ্], [হ্], [ল্], [র], [ড়], [ঢ়]। এখানে তৃতীয় বন্ধনী দিয়ে ধানি বা উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে।

যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ু মুখগহ্বরের কোথাও বাধা পায় না, সেগুলোকে স্বরধ্বনি বলে। অন্যদিকে যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ু মুখের বাইরে বের হওয়ার আগে বাক্প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বাধা পায়, সেগুলোকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।

ধ্বনির প্রতীককে বলা হয় বর্ণ। এই বর্ণ কানে শোনার বিষয়কে চোখে দেখার বিষয়ে পরিণত করে। ভাষার সবগুলো বর্ণকে একত্রে বলা হয় বর্ণমালা। ধ্বনির বিভাজন অনুযায়ী বাংলা বর্ণমালাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। স্বরধ্বনির প্রতীক স্বরবর্ণ। ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতীক ব্যঞ্জনবর্ণ। বাংলা বর্ণমালায় মূল বর্ণের সংখ্যা ৫০টি। তবে মূল বর্ণের পাশাপাশি বাংলা বর্ণমালায় রয়েছে নানা ধরনের কারবর্ণ, অনুবর্ণ, যুক্তবর্ণ ও সংখ্যাবর্ণ। মল বর্ণগুলো স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণে বিভক্ত।

স্বরবর্ণ: অ আ ই ঈ উ উ ঋ এ ঐ ও ঔ = ১১টি

ব্যঞ্জনবর্ণ: কুখগুঘঙ

চছজবাঞ

है के छ ह व

তথ্দধন

পফবভম

14.404

य त ल

শ্যসহ

ভুচ্যুৎ

ংঃ = ৩৯টি

কারবর্ণ

স্বরবর্ণের মোট ১০টি সংক্ষিপ্ত রূপ রয়েছে, এগুলোর নাম কারবর্ণ: ।, ि, ू, ू, ,, ८, ८, ८-।, ८-। কারবর্ণের স্বতন্ত্র ব্যবহার নেই। এগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের আগে, পরে, উপরে, নিচে বা উভয় দিকে যুক্ত হয়। কোনো ব্যঞ্জনের সঙ্গে কারবর্ণ বা হসচিহ্ন না থাকলে ব্যঞ্জনটির সঙ্গে একটি আ আছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

ধ্বনি ও বর্ণ

অনুবর্ণ

ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপের নাম অনুবর্ণ। অনুবর্ণের মধ্যে রয়েছে ফলা, রেফ ও বর্ণসংক্ষেপ।

ফলা: ব্যঞ্জনবর্ণের কিছু সংক্ষিপ্ত রূপ অন্য ব্যঞ্জনের নিচে অথবা ডান পাশে ঝুলে থাকে, সেগুলোকে ফলা বলে।যেমন – ন-ফলা (ॣ), ব-ফলা (₄), ম-ফলা (়া), য-ফলা (ょ), ফলা (ৄ), ল-ফলা (ৣ)।

রেফ: র-এর একটি অনুবর্ণ রেফ (´)।

বর্ণসংক্ষেপ: যুক্তবর্ণ লিখতে অনেক সময়ে বর্ণকে সংক্ষেপ করার প্রয়োজন হয়। এগুলো বর্ণসংক্ষেপ।
যেমন – ঙ, দ, দ, দ, দ, স ইত্যাদি। এছাড়া ৎ বর্ণটি ত-এর একটি বর্ণসংক্ষেপ, যা
বাংলা বর্ণমালায় স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে স্বীকৃত।

যুক্তবৰ্ণ

একাধিক বর্ণ যুক্ত হয়ে যুক্তবর্ণ তৈরি হয়। যুক্ত হওয়া বর্ণগুলোকে দেখে কখনো সহজে চেনা যায়, কখনো সহজে চেনা যায় না। এদিক দিয়ে যুক্তবর্ণ দুই রকম: স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ।

ষচহ যুক্তবর্ণ: কী, জা, জ্ব, ৠা, ডড, তী, ঠা, দা, দা, দা, ঠা, ড, সা, স্ট, গু, রা, কা, জা, দা, দা, ৰা, লা, লা, লা, লা, শা, শা, শা, স্ট, কা, আ, সাট, সাইত্যাদি।

অস্বচছ যুক্তবৰ্ণ: জ (ক্+ত), রা (ক্+ম), ক্র (ক্+র), ক্ষ (ক্+ষ), ক্ষ (ক্+ষ্+ম), রা (ক্+স),
ত (গ্+উ), রা (গ্+ধ), রা (ঙ্+ক), রা (ঙ্+গ), জা (জ্+এ), রা (এং+চ), প্র
(এং+ছ), প্র (এং+জা), টা (ট্+ট), ত (ত্+ত), থা (ত্+থ), বা (ত্+র), ও (গ্+ড), রা
(দ্+ধ), রা (ন্+ধ), রা (ব্+ধ), বা (ভ্+র), বা (ভ্+র্+উ), রা (র্+উ), রা (র্+উ),
ত (শ্+উ), রা (য়্+ণ), হা (য়্+উ), রা (য়্+ম), য় (য়্+ম) ইত্যাদি।

সংখ্যাবর্ণ

বাংলা ভাষায় সংখ্যা নির্দেশের জন্য দশটি সংখ্যাবর্ণ রয়েছে। যথা: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?

ক. ৬ খ. ৭ গ. ১০ ঘ. ১১

- ২. কোন ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময়ে মুখগহ্বরের কোথাও বাধা পায় না?
 - ক. স্বরধ্বনি খ. ব্যঞ্জনধ্বনি গ. মৌলিকধ্বনি ঘ. যুগাধ্বনি
- ৩. ধ্বনির প্রতীককে বলা হয় -
 - ক.শব্দ খ. বাক্য গ. বৰ্ণ ঘ. ভাষা

ব্যঞ্জনের সঙ্গে কারবর্ণ বা হস্চিহ্ন না থাকলে কোন ধ্বনি আছে বলে ধরে নেওয়া হয়?
 ক. [অ] খ. [আ] গ. [ই] ঘ. [উ]

৫. ষ্ণ যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ দিয়ে তৈরি?

ক. এঃ ভষ খ. ষভঞঃ গ. ষভণ ঘ. ণভষ

৬. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় -

ক, কারবর্ণ খ, অনুবর্ণ গ, ফলা ঘ, রেফ

৭. ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপের নাম -

ক, কারবর্ণ খ, অনুবর্ণ গ, ফলা ঘ, রেফ

৮. নিচের কোন জোড়টি যুক্তবর্ণের রূপভেদকে প্রকাশ করে?

ক, স্বচছ ও অস্বচছ খ, কার ও ফলা গ, স্বচছ ও যুক্ত ঘ, অস্বচছ ও উন্মুক্ত

৯. বাংলা কারবর্ণের সংখ্যা -

ক. ৯ খ. ১০ গ. ১১ ঘ. ১২

১০. বাংলা সংখ্যাবর্ণ কয়টি?

ক. ৭ খ. ৮ গ. ১০ ঘ. ১১